দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১০

সংঘাতময় দলীয় রাজনীতির কলুষ হইতে শিক্ষাঙ্গনকে অবশ্যই মুক্ত রাখিতে হইবে

অল্পদিনের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগরের পর এইবার রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। গত মঙ্গলবার ২৭শে জানুয়ারি তারিখে, তিনঘন্টাব্যাপী এই ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে যথারীতি সড়ক অবরোধ হইয়াছে। নির্দয়ভাবে ভাঙচুর হইয়াছে ডজনখানেক বাস। ছাত্র ও পুলিশসহ আহত হইয়াছে শতাধিক মানুষ। অচল হইয়া পড়িয়াছে ব্যবসা-বাণিজ্য। সর্বোপরি, আকস্মিকভাবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হইবার কারণে অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হইয়াছে এলাকার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। পুলিশের টিয়ার গ্যাস এবং ছাত্রদের ইষ্টক বৃষ্টির মধ্যে বিপজ্জনকভাবে আটকা পড়িয়াছিল স্কুলফেরত অসংখ্য শিশু। তাহাদের আতঙ্কিত ছবিও ছাপা হইয়াছে সংবাদপত্রের পাতায়। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও বলিতে হয়, বেদনাদায়ক এই দৃশ্যটিই যেন এখন আমাদের ছাত্র রাজনীতির অনিবার্য অনুষঙ্গে পরিণত হইয়াছে। কারণে-অকারণে যখন-তখন ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সড়ক অবরোধ করিয়া জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলা হইতেছে। তাই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে—এই অরাজকতা কি শেষ হইবে না? একটি স্বাধীন দেশে সরকার ও বিরোধী দলের নাকের ডগায় তাহাদের নাম ব্যবহার করিয়া উপর্যুপরি এই ধরনের তাণ্ডব কি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এইভাবে ঘটিতেই থাকিবে?

অনেক চড়াই-উৎরাই পার হইয়া সবেমাত্র গণতন্ত্রের পথে আমাদের নবযাত্রা শুরু হইয়াছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। অথচ ইতিমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। শুধু রাজধানীতে সংঘটিত ঘটনার সংখ্যাও কম নহে। মাত্র কয়েকদিন আগে একজন ছাত্রীর মৃত্যুর গুজবকে কেন্দ্র করিয়া শতাধিক গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়াছে মহাখালী-গুলশান সড়কে। গুটিকয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকাই মুখ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও এই সত্য অস্বীকার করা কঠিন। বিগত দেড় দশকে দলীয় ব্যানারে ছাত্রাবাস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল হইতে শুরু করিয়া সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি পর্যন্ত কী না হইয়াছে! আরও লক্ষণীয় যে, সবই করা হইতেছে সরকার বা বিরোধী দলীয় রাজনীতির নামে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তুচ্ছ কারণে যেমন নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হইতেছে, তেমনি ছাত্র সংগঠনগুলির অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কেন্দ্র করিয়াও জনজীবন বিপন্ন হইবার মতো ঘটনা ঘটিতেছে। বলা বাহুল্য, এই পরিস্থিতি মোটেও নূতন বা আকস্মিক নহে। ইহাতে শিক্ষার পরিবেশই শুধু বিপন্ন হইতেছে না, একশ্রেণীর ছাত্র দুর্বৃত্তের খাতায়ই শুধু নাম লিখিতেছে না, একইসাথে ক্ষুণ্ন হইতেছে দেশের ভাবমূর্তিও। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে। ব্যাহত হইতেছে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ। সর্বোপরি, কষ্টার্জিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ভরসা হারাইয়া ফেলিতেছে সাধারণ মানুষ। যেই কয়টি কারণে সাধারণ মানুষ রাজনীতির প্রতি প্রায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল তন্মধ্যে নিঃসন্দেহে দুর্বৃত্তায়িত এবং কলুষিত ছাত্র রাজনীতিও অন্যতম। এই বাস্তবতাই যে দীর্ঘস্থায়ী জরুরি অবস্থাসহ ওয়ান-ইলেভেনের পটপরিবর্তনকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল তাহা কে না জানে!

দলীয় রাজনীতির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অশান্ত পরিবেশ কাহারো কাম্য নহে। তাই দীর্ঘদিন ধরিয়া ছাত্ররাজনীতি বন্ধের কথাও বলা হইতেছে জোরেশোরে। এমনকি কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতেও অনুরূপ দাবি উত্থাপিত হইয়াছে। সর্বশেষ, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সংক্রান্ত আইনেও ছাত্র সংগঠনের সহিত রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক ছিন্ন করিবার বিধান রাখা হইয়াছিল। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি ইহার সহিত অংশত একমতও হইয়াছিল নীতিগতভাবে। বিষয়টি গুরুত্বের সহিত ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রাজনীতিশূন্য করিবার পক্ষপাতী নহি। তবে মূল রাজনৈতিক ধারার লেজুড়বৃত্তির নামে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এইরকম টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস, লুট, ভাংচুর ইত্যাকার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াকেও রাজনীতি বলিতে রাজি নই আমরা। এই দূষিত, কলুষিত রাজনীতি হইতে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অবশ্যই মুক্ত রাখিতে হইবে। আমরা চাই, ক্যাম্পাস রাজনীতির আওতায় ছাত্রসংসদগুলি সচল হউক। ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধানে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের যোগ্য নেতা হিসাবে গড়িয়া উঠুক। সাহিত্য-সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে তাহারা যথাযোগ্য ভূমিকা রাখুক। সারা দেশে মেধা ও প্রতিভার শত ফুল ফুটুক। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই সর্বপ্রকার দলীয় রাজনীতির সংঘাত ও উত্তেজনা হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। শিক্ষাঙ্গনে যে কোনো মূল্যে ফিরাইয়া আনিতে হইবে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ। অন্যথায় আম-ছালা উভয়ই যাইবে। শিক্ষা তো ইতিমধ্যেই বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, এখনই সতর্ক না হইলে কষ্টার্জিত গণতান্ত্রিক রাজনীতিও রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। ফলে জাতি হিসাবে আমাদের বর্তমান শুধু নহে, ভবিষ্যৎও রসাতলে যাইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি। আমরা দৃঢ়ভাবে আশা করি, আমাদের সরকারি ও বিরোধী দল জাতিকে সেই বিপর্যয় হইতে রক্ষাকল্পে অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।